উত্তরপত্র / লেকচার -২ (১৭.১০.২০)

ক) এক বাক্যে উত্তর লিখ।

১. পাহাড়পুর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পাহাড়পুর নওগাঁ জেলায় অবস্থিত ।

২. পাহাড়পুর এলাকাটি কেমন ভূমিতে বিস্তৃত?
উত্তর: পাহাড়পুর এলাকাটি লালচে ভূমিতে বিস্তৃত ।

৩. পাহাড়পুর উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিম দিকে কত ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত?
উত্তর: পাহাড়পুর উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে ৯২১ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত ।

৪. রাজা ধর্মপাল প্রায় কত বছর আগে পাহাড়পুর বিহারটি নির্মান করেন?
উত্তর: রাজা ধর্মপাল প্রায় ১২০০ বছর আগে পাহাড়পুর বিহারটি নির্মাণ করান ।

৫. বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে কী বানানো আছে?
উত্তর: বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানারকম নকশা বানানো আছে । যেমন- ফুল-ফল, পাখি, পুতুল ইত্যাদি ।

৬. চারিদিকের দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা কতটি ছোট ঘর আছে?
উত্তর: চারিদিকের দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা ১৭৭টি ছোট ঘর আছে ।

৭. সব মিলিয়ে বিহারটিতে কত জন লোকের থাকার ব্যাবস্থা ছিল?
উত্তর: সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০জন লোকের থাকার ব্যবস্থা ছিল ।

৮. কোথায় উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল?
উত্তর: পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল ।

খ) নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখ।

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ	প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
বিশাল	অনেক বড়	দুর্লভ	যা সহজে লাভ করা যায় না
প্রাণকেন্দ্র	প্রধান জায়গা	স্নানঘাট	গোসল করার জায়গা

গ) নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে দুটি শব্দ তৈরি করে প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি বাক্য তৈরি কর ।

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
দ্ধ	দ+ধ	বৃদ্ধ, যুদ্ধ	শিক্ষার্থীরা নিজে তৈরি করবেন

স্ত	স+ত	বিস্তার, অস্ত	”
ষ্ক	ষ+ক	আবিষ্কার, দুষ্কর, আবিষ্কৃত	”
ম্ব	ম+ব	নিলাম্বর, সম্বল, আড়ম্বর	”
দ্ব	দ+ব	দ্বার, বিদ্ব্যান	”
স্ন	স+ন	স্নান, স্নেহ	”

ঘ) নিচের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ।

১. পাহাড়পুর নামটা কীভাবে হলো?

উত্তর: একসময় পাহাড়পুর ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মচর্চার প্রাণকেন্দ্র । কিন্তু কালের পরিক্রমায় এই জায়গা একসময় জনশূণ্য ছিল । তখন চারপাশের ধুলোবালি এসে সেখানে জমে স্তুপের আকার ধারন করে, যা দেখতে অনেকটা পাহাড়ের মতো । এ কারনে এর নাম হয় পাহাড়পুর ।

২. পাহাড়পুর বিহারটিতে কী কী আছে?

উত্তর: পাহাড়পুর বিহারটিতে নানা রকম ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পুরাকৃত্তি সম্বলিত জাদুঘর রয়েছে । দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানারকম নকশা বানানো আছে । যেমন- ফুল-ফল, পাখি, পুতুল ইত্যাদি । রয়েছে পুকুর, কূপ, স্নানঘাট, স্নানঘর, খাবারঘর ও শৌচাগার । ১৭৭টি ছোট ঘর, সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০জন লোকের থাকার ব্যবস্থা ।

ঙ) অনুশীলনীঃ

ময়নামতির 'শালবন বিহার সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ

ময়নামতির 'শালবন বিহারঃ

এটি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত । এটি পাহাড়পুর বিহারের তুলনায় আকারে ছোট । তবে আকারে এটি চৌকো । প্রতিটি বাহু ১৬৭.৭মিটার । শ্রী ভবদেরব এটি নির্মাণ করেন । এই বিহারের মাঝখানে ছিল কেন্দ্রিয় মন্দির । বিহারটির আশেপাশে একসময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এর নাম হয়েছে শালবন বিহার ।